এসআইআর-এর জন্য পঞ্চায়েতে অতিরিক্ত কাজের চাপ!

ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু অস্থায়ী কর্মীর, কাঠগড়ায় মানিকচকের বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অতিরিক্ত কাজের চাপে ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু হল মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক অস্থায়ী কর্মীর। আর এই ঘটনায় মৃতের পরিবার ও তাঁর সহকর্মীরা মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। গত শনিবার কর্তব্যরত অবস্থায় পঞ্চায়েত অফিসেই অসুস্থ এবং অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই অস্থায়ী কর্মী যদু মণ্ডল (৩৫)। তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এরপরই সোমবার ভোরে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের সহকর্মীরা। রীতিমতো মৃতদেহ গাড়িতে নিয়ে মানিকচক বিডিও অফিসের সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখান অন্যান্য পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, 'সম্প্রতি এসআইআর চালু হতে চলেছে। তার জন্য বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে অস্থায়ী কর্মীদের মানসিক নির্যাতন করে অতিরিক্ত কাজ করানো হচ্ছে। সকাল সাতটায় অফিসে গেলে রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। কিছুদিন ধরেই যদু মণ্ডল অসুস্থ বোধ করছিলেন। এরপরই গত শনিবার দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ করাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাঁকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মানিকচক ব্লকের বিডিওকেই দায়ী করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পঞ্চায়েত কর্মী যদু মণ্ডলে বাড়ি ভূতনি থানার হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুকসেনা এলাকায়। তার পরিবারে স্ত্রী ও দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। যদু মণ্ডল দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবেই চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন। মৃতের সহকর্মী সঞ্জীব কুমার মিশ্র, অমিত প্রামাণিকদের অভিযোগ, সম্প্রতি এসআইআর চালু হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ওপর যাবতীয় কাজের চাপ দিচ্ছিলেন মানিকচক ব্লকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী। ছুটি বলে কিছু ছিল না। সকাল ৭ টার মধ্যে অফিসে যেতে হতো। রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাড়িতে বসেও কম্পিউটারের মাধ্যমেও কাজ করতে হতো অনেককেই। এরকমই প্রায় ৪০ জন অস্থায়ী পঞ্চায়েতের ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের সঙ্গে মানসিকভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। গত শনিবার রাতে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত অফিসে কর্মরত অবস্থায় আচমকাই অসুস্থ এবং অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী যদু মণ্ডল। এই ঘটনার পিছনে সম্পূর্ণভাবে মানিকচকের বিডিও দায়ী রয়েছেন বলে অভিযোগ। মৃতের এক ভাই রবীন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'সকাল ছ'টায় বাড়ি থেকে বেড়াতো এবং রাত বারোটায় দাদা বাড়িতে আসতো। এত কাজের চাপ কেন জিজ্ঞেস করলে বলতো, কাজ না করলে বেতন বন্ধের হুমকি দিয়েছেন বিডিও। কয়েকদিন ধরে দাদার শরীরটা ভালো ছিল না। ওকে বাড়িতে বিশ্রাম নিতে বলেছিলাম। কিন্তু অফিসে কাজ করার মুহূর্তেই ব্রেন স্ট্রোকে মারা যায় দাদা। এর পিছনে মানিকচকের বিডিও দায়ি।'

মৃতের স্ত্রী পম্পা মণ্ডল বলেন, 'আমীর রোজগারের ওপর আমাদের সংসার নির্ভরশীল ছিল। বাড়িতে বৃদ্ধ শ্বশুর, শাশুড়ি রয়েছে এবং দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। এখন এই সংসারের হাল কে ধরবে? মানিকচকের বিডিও'র অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণেই স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের কাছে আমরা বিডিওর বিরুদ্ধে নালিশ জানাবো।' তৃণমূল পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মানিকচক ব্লক সভাপতি আব্দুল হালিম বলেন, 'এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৪০ জন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। যারা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ভিলেজ লেভেল ইন্টারপ্রিয়েটেটর (ভিএলই) পদে কর্মরত রয়েছেন। মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার চুক্তিভিত্তিক মাস মাইনে এইসব অস্থায়ী কর্মীদের ওপর এরকম মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ শুনেছি। এই ঘটনায় আমরা বিডিওকে দায়ি করছি।' এদিকে এই ঘটনার পর থেকেই মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী নিজের মোবাইলের সুইচ অফ করে রেখেছেন। সোমবার দিন তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরেও আসেন নি। কোনভাবেই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। যদিও পুরো বিষয়টি জানার পর তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

প্রতারণা, গুজরাতে গ্রেপ্তার দুই

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন বীরভূমের সিউড়ির ফকির পাড়ার মীর সাজ্জাম। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের উলবেড়িয়া সুর সঙ্গম ক্লাবের পরিচালনায় অটিনক্স ক্লাসিক ২০২৫ সালের শিরোপা জিতে নেন তিনি।

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: প্রতারণার অভিযোগে রবিবার রাতে দুই যুবককে রঘুনাথপুর থানায় আনা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা হল কুঞ্জয় পাণ্ডাল ও বিক্রম মিরখাঁদ ঠাকুর। তাদের বাড়ি গুজরাতের মেহেসানা গ্রামে। সোমবার ধৃতদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পুলিশের ধারণা ঘটনায় একটি বড় চক্র জড়িত রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলা মেডিসিনের ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন। তাই ওয়েবসাইট ঘেঁটে গুজরাতের একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সেই সংস্থা ব্যবসাই সরঞ্জাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তার জন্য মহিলার কাছ থেকে বিভিন্ন সময় ধাপে ধাপে মোট ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নেয়। মহিলা প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে ১৩ সেপ্টেম্বর রঘুনাথপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, প্রতারকরা রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার নিরাকর ফারিলার স্ত্রীকে প্রতারণা করেন। ওড়িশার বাসিন্দা নিরাকর বাবু রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে চাকরি করেন। নিরাকরবাবু বলেন, "স্ত্রী ব্যবসা করতে চেয়েছিল বলে বাধা দিইনি। কিন্তু এভাবে যে প্রতারণা হবে বুঝতে পারিনি। কারণ ওই সংস্থার নামের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শিক্ষিত এবং খুবই চালাক বলে মনে হয়েছিল। কারণ তারা সবসময় বিদেশী ইংরেজিতে কথা বলতেন ও মেইল করতেন। ওছাড়া ওয়েবসাইটে সংস্থার নাম থাকায় বিশ্বাস হয়েছিল। তাই কোন কিছু না ভেবেই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে প্রতারণার শিকার হয়েছি বুঝতে পেরে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি।' মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার সঙ্গে একটি বড় চক্র জড়িত রয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

নবনির্মিত আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের ওপিডি বিল্ডিংয়ের ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বৃষ্টির পরেও দুই দিন ধরে নাগারে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে। রোগীরা ওই বৃষ্টির জল মাথায় নিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে চলাচল করছেন। সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র এক বছর না-পেরোতেই এই রকম বেহাল অবস্থা। হতবাক এলাকার মানুষ। ঘটনাটি আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের ওপিডি বিল্ডিং-এর। বছর খানেক আগে চালু হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের নব নির্মিত সুসজ্জিত ওপিডি বিভাগ। কোটি কোটি টাকা দিয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়েছে। গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল বিল্ডিং। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নীল-সাদা এই ভবনে এখন ছাদ ফুঁড়ে নামছে বৃষ্টির জল। রোগীদের অভিযোগ, বৃষ্টি হোক বা না হোক, ছাদ থেকে জল পড়বেই। রোদ উঠলে শুকিয়ে যায়, কিন্তু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই বলেই জল জমে থাকে। জানা গেছে, ভবনের ছাদে হাঁটুসমান জল জমে যায়। সেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় চুঁইয়ে নিচে পড়ে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় মহকুমায়। এই ঘটনায় আরামবাগের সাংসদ তথা রোগী কল্যাণ সমিতির জনসংযোগ প্রতিনিধি মিতালি বাগ বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণ। এবছর আরামবাগ মহকুমার মানুষ জজরিত বৃষ্টি ও ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে। যেখান থেকে জল পড়ছে তার উপরে আরও একতলা হবে, তখন আর সমস্যা থাকবে না।'

এই নিয়ে বিরোধীরা তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁদের দাবি, 'তৃণমূল সবেতেই ডিভিসির জল দেখছে। সদ্য বছর খানেক আগে তৈরি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ছাদ থেকে জল পড়ছে সেখানেও ডিভিসি! আসলে স্বাস্থ্য ভবন তৈরিতে কতটা গাফিলতি হয়েছে তা উনি না জেনে এই সব ভুলভাল কথা বলছেন। তৃণমূলের আমলে সবেতেই কাটমানি। তা না হলে চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরিতেও গাফিলতি।' এই বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলছেন, 'এই রাজত্বে সবই সম্ভব। এখানে ডিভিসির কথা উঠছে কি কারণে? কাজে দুর্নীতি হয়েছে, সেটাই মূল কারণ। দ্রুত তদন্ত হওয়া উচিত।' সব মিলিয়ে, মেডিক্যাল কলেজের ছাদ বেয়ে জল পড়া ঘটনাকে ঘিরে অস্বস্তিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি ব্যাপক শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি হবে পেঁয়াজ গোলা: বেচারাম মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাংলায় পেঁয়াজের জন্য ভিন রাজ্য বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের নাসিকের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে ক্রেতাকেও অনেক সময় বেশি দামে বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনতে হয়। তাই এই সমস্যার সমাধানের জন্য এগিয়ে এলো রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানান, 'ভর্তুকি দেবে সরকার, সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নাসিকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বাংলায় পেঁয়াজ চাষিদের জন্য বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। রাজ্যে তৈরি হবে ৭৭৫টি পেঁয়াজ গোলা।'

উল্লেখ্য, সংরক্ষণ করা যায় না বলে পেঁয়াজ বিক্রিতে বাধ্য হন কৃষকরা। জমি থেকে পেঁয়াজ তুলেই, তা বিক্রি করে দেওয়ায় ভালো দাম থেকে বঞ্চিত হন চাষিরা। এতে সারা বছর পেঁয়াজের যোগানেও সমস্যা তৈরি হয়। অনেক দিন ধরেই ভাবনা ছিল, আলুর মত পেঁয়াজ যদি সংরক্ষণ করা যায়। তাহলে এই সমস্যাগুলো দূর হতে পারে। কৃষি বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করছিলেন কী করে সংরক্ষণ করা যায়। কারণ, আলুর মত হিমঘরে পেঁয়াজ রাখা যায় না। হুগলির বলাগড়ে খুব ভাল সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। পরীক্ষামূলকভাবে হুগলির বলাগড়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ ঘর করা হয়। তবে তা খুব একটা কার্যকরি হয়নি। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে এবার পেঁয়াজ গোলা তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। সোমবার হুগলি সার্কিট হাউসে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক তরণ ভট্টাচার্য, সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মদন মোহন কোলে ও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। পেঁয়াজ গোলার জন্য হুগলিতে অনলাইনে ৩৫২ জন আবেদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে লটারি করে ১৭৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'প্রত্যেকেই ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে সরকারি ভর্তুকি পাবেন। এতে করে নাসিক মহারাষ্ট্রের উপর নির্ভরতা অনেকটা কাটবে। অসময়ে পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে। এতে চাষিরা উৎসাহ পাবেন।' তিনি জানিয়েছেন, '১০টি পেঁয়াজ উৎপাদক জেলায় ৭৭৫টি পেঁয়াজ গোলা তৈরি করা হবে। তার মধ্যে হুগলি জেলাতেই রয়েছে ১৭৫টি।'

চিকিৎসায় গাফিলতি, মেদিনীপুর মেডিক্যালে ফের প্রসূতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: চিকিৎসার গাফিলতিতে ফের প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আইসিইউ, সিসিইউ ওয়ার্ডের বাইরে বসে ক্ষোভে ফুঁসছেন মৃতার পরিজনরা। মৃতার নাম শিখা দে দাস (৩২), বাড়ি বেলদা থানার নাহাপাত গ্রামে। মৃতার স্বামী পবিত্র দাস বলেন, ৯ মাসের প্রসূতি তার স্ত্রী শারীরিক সমস্যা নিয়ে রবিবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ হাসপাতালে ভর্তি হতে এসেছিলেন। শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল। ইমার্জেন্সিতে দেখানোর পর মাতৃমা বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আবার মেডিসিন ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়। রাত সাড়ে ৮ টা নাগাদ সেখান থেকে জ্বর আর কাশির ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তখনও বড় টিকিট করা হয়নি। রাতে জেলা পরিষদের গেস্ট হাউসে নিয়ে যায় তাঁর পরিবার। পবিত্র বলেন, আবার রাত ৩ টা নাগাদ শ্বাস কষ্ট হওয়ায় ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসা হলে সেখান থেকে মাতৃমা বিভাগে পাঠিয়ে দেয়। বাড়াবাড়ি হলে ভোর পাঁচটা নাগাদ আইসিইউ, সিসিইউতে পাঠানো হয়। সোমবার ভোর ৬টা নাগাদ মারা যান। শিখার আগে একটি বছর ১২ পুত্র সন্তান রয়েছে। পবিত্রের অভিযোগ, 'ভুল চিকিৎসার কারণে দুটি প্রাণ নিয়ে নিলেন ডাক্তাররা। মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য দপ্তর, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবো। মৃত্যুর কারণ না জানানো পর্যন্ত দেহ নেব না। মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন।' পরিবারের পক্ষ থেকে গুরুতর অভিযোগ হয়েছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আসছে দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের তরফেও গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি। হাসপাতাল সুপার ইন্দ্রনীল সেন জানান, 'যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক। সেক্ষেত্রে একজন প্রসূতি ও তাঁর গর্ভে থাকা সন্তানের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনার। আমরা তদন্ত কমিটি গড়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরও বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তবে যতই তদন্ত হোক না কেন, পরিবারের ক্ষতি অপূরণীয়। সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই। বিষয়টি নিয়ে আমরাও উদ্বিগ্ন, স্বাস্থ্য দপ্তরও উদ্বিগ্ন।' মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক সৌম্যশঙ্কর যড়ঙ্গি বলেন, 'আমার কাছে পরিবারের তরফে অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। রাজ্য থেকে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল আসছে। আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L51909WB1940PLC010070

Registered office: 2, Red Cross Place, Kolkata - 700001, West Bengal, India; **Tel.:** +91-33-22487406/07

Website: https://www.somatextiles.com/; **Email Id:** investors@somatextiles.com **and** cs@somatextiles.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 82,64,942 (EIGHTY TWO LAKHS SIXTY FOUR THOUSAND NINE HUNDRED AND FORTY TWO) EQUITY SHARES ("OFFER SHARES"), REPRESENTING 25.02% (TWENTY FIVE POINT ZERO TWO PERCENT) OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY ROADWAY SOLUTIONS INDIA INFRA LIMITED ("ACQUIRER") ALONG WITH AMEET HARJINDER GADHOKE ("PAC 1") AND TEJA RANADE GADHOKE ("PAC 2"), PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("OPEN OFFER" OR "OFFER").

This Post-Offer Advertisement ("**Post-Offer Advertisement**") is being issued by Mefcom Capital Markets Limited, the manager to the Open Offer ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirer along with PAC 1 and PAC 2 in respect of the Offer to the Public Shareholders of the Target Company to acquire upto 82,64,942 (Eighty Two Lakhs Sixty Four Thousand Nine Hundred And Forty Two) Equity Shares, representing 25.02% (Twenty Five Point Zero Two Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("**SEBI (SAST) Regulations**" and any reference to a particular "**Regulation**" in this Post-Offer Advertisement mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations).

The detailed public statement dated July 15, 2025 in relation to the Open Offer was published on behalf of the Acquirer in Financial Express (English – All editions), Jansatta (Hindi - All editions), Navshakti (Marathi - Mumbai Edition) and Ek Din (Bengali - Kolkata Edition), on July 16, 2025 ("**Detailed Public Statement**" or "**DPS**").

This Post-Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated July 09, 2025 ("**PA**"), (b) the DPS dated July 15, 2025, (c) the Letter of Offer dated September 06, 2025 ("**LoF**") and (d) the pre-offer advertisement-cum-corrigendum which was published on September 15, 2025 in all the newspapers in which the DPS was published by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer ("**Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum**").

This Post-Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which the DPS was published. Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meaning as assigned to such terms in the PA, DPS, LoF and/or the Pre-Offer Advertisement-cum-Corrigendum, as the context may require.

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Open Offer:

Sr. No.	Particulars	Remarks
1.	Name of the Target Company	Soma Textiles & Industries Limited
2.	Name of the Acquirer and PACs	Acquirer: Roadway Solutions India Infra Limited PAC 1: Ameet Harjinder Gadhoke PAC 2: Teja Ranade Gadhoke
3.	Name of the Manager to the Offer	Mefcom Capital Markets Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer	MUFG Intime India Private Limited *(Formerly known as "Link Intime India Private Limited")*
5.	Offer Details: (a) Date of Opening of the Offer (b) Date of Closure of the Offer	 Tuesday, September 16, 2025 Monday, September 29, 2025
6.	Date of Payment of Consideration	September 08, 2025

7. Details of the Acquisition:

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actuals	
7.1	Offer Price	INR 47.14/- per equity share		INR 47.14/- per equity share	
7.2	Aggregate number of shares tendered	82,64,942		18,57,261	
7.3	Aggregate number of shares accepted	NA		18,57,261	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	INR 38,96,09,366/-		INR 8,75,51,284/-	
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements / Public Announcement (No. & %)	Nil		Nil	
7.6	Shares Acquired by way of Agreements				
	• Number	1,68,46,830		1,68,46,830	
	• % of Fully Diluted Equity Shares	51.00%		51.00%	
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer				
	• Number	82,64,942		18,57,261	
	• % of Fully Diluted Equity Shares	25.02%		5.62%	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement				
	• Number of shares acquired	Nil		Nil	
	• Price of shares acquired	Nil		Nil	
	• % of shares acquired	Nil		Nil	
7.9	Post offer shareholding of Acquirer				
	• Number	2,51,11,772		1,87,04,091	
	• % of Fully Diluted Equity Shares	76.02%		56.62%	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre	Post	Pre	Post
	• Number	82,64,942	Nil	**82,64,942**	**64,07,681**
	• % of Fully diluted Equity Share Capital	25.02%	Nil	**25.02%**	**19.40%**

8. The Acquirer along with its Directors and PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and at the registered office of the Target Company.

This Post Offer Advertisement is issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer:

Manager to the Offer	Registrar to the Offer
MEFCOM	MUFG
Mefcom Capital Markets Limited	**MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited)**
Address: G-III, Ground Floor, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra, India **Tel No.:** +91 (022) 35227026 **Email:** stil.openoffer@mefcomcap.in **Contact Person:** Sameer Purohit/ Akhil Mohod **Website:** www.mefcomcap.in **SEBI Registration No.:** INM000000016 **Validity Period:** Permanent Registration **CIN:** L74899DL1985PLC019749	**Address:** C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Tel. No.:** +91 810 811 4949 **Email:** somatextiles.offer@in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **Website:** www.in.mpms.mufg.com **SEBI Registration Number:** INR000004058 **Validity Period:** Permanent Registration **CIN:** U67190MH1999PTC118368

Place: Mumbai

Date: October 13, 2025